সেমিনার প্রতিপাদ্য- শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস

(স্লাইড-১) শুভ জন্মদিন শেখ রাসেল

বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই, সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নির্মমভাবে নিহত প্রতিটি সদস্যকে কে। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তীর এই সময়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই- মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ৩০ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ২ লক্ষ মা বোনকে যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা ও একটি স্বাধীন মানচিত্র।

উপস্থিত ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, সিটি মেয়র, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ময়মনসিংহ জেলা ও মহানগরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অন্যন্য নেত্রবৃন্দ, প্যানালিস্ট, সাংবাদিকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীজন সবাইকে জানাই শেখ রাসেল দিবসে শুভেচ্ছা।

(স্লাইড-২) সেমিনার শিরোনাম

শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস

আজ ১৮ অক্টোবর। অন্যান্য দিনের মত হেমন্তের এই দিনটি এসেছিল বাঙালীর জীবনে। এইদিনে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এসেছিল এ ধরায়। দুরন্ত প্রাণবন্ত শেখ রাসেল ৩২ নং বাড়ি, টুঙ্গিপাড়া, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে তার সময় কেটেছে। ১০ বছরের জীবনে ৩ বছর ছাড়া ৭টি বছরই ছিল অনিশ্চয়তা

শেখ রাসেল এর শৈশব মানে শুধু একটি সাধারণ শিশুর শৈশব নয়। ১৯৬৪ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রাম, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৯ মাসের অগ্নিঝরা দিনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি ইতিহাসের সাথে শেখ রাসেলের ১০টি বছর জড়িয়ে আছে। শেখ রাসেল শুধু একটি শিশুর নাম নয়, শেখ রাসেল মানে দীপ্ত জয়োল্লাস, শেখ রাসেল

মানে অদম্য আত্মবিশ্বাস। এই রাসেলের পরিচয়কে সবার মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষকে জাগিয়ে তোলা- একজন শিশুর শিশুত্বকে পরিচর্যার মাধ্যমে আধুনিক সোনার বাংলার সোনার ছেলে হিসেবে তৈরি করা।

স্লাইড-৩- ৩২নং বাড়ি

জন্ম ও নামাকরণ

...শেখ রাসেল-বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ছোট সন্তান। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ সে জন্মগ্রহণ করে। হেমন্তের নতুন ধানের গন্ধভরা দিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় জন্ম গ্রহণ করলেন শেখ রাসেল। তার জন্ম হয়েছিল বড় আপা শেখ হাসিনার ঘরে। সমগ্র বাড়ি জুড়ে সেদিন আনন্দের বন্যা। ৫ ভাই বোনের মধ্যে শেখ রাসেল সর্ব কনিষ্ঠ।

স্লাইড-৪- যে রুমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

...আমাদের ছোট্ট সোনা-বইতে রাসেলের জন্মদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, "রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। অমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেঝ ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেঝ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলে আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখবো। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালোচুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড় সড় হয়েছিল রাসেল।"

স্লাইড-৫ – পারিবারিক ছবি

...রাসেল নামটি রেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বার্ট্রান্ড রাসেলের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের নাম রাখলেন রাসেল, শেখ রাসেল। শেখ রাসেলের জন্মের দু'বছর আগে ১৯৬২ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেফ-এর মধ্যে স্নায়ু ও কূটনৈতিক যুদ্ধ চলছিল। এক পর্যায়ে সেই স্নায়ু ও কূটনৈতিক যুদ্ধটি সত্যিকারের ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন, বিশ্ব মানবতার প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। মানবসভ্যতা বিধ্বংসী সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটি থামাতে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্ব জনমত গড়ে উঠেছিল রাসেলের যুক্তির পক্ষে। কেনেডি-ক্রুশ্চেফ এক পর্যায়ে যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই মহান বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে নাম রাখা হয় রাসেল। এই নামটিকে ঘিরে নিশ্চয়ই তাঁর মহৎ কোনো স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজেও ছিলেন বিশ্ব মানবতার উজ্জ্বল দ্যুতি, নিপীড়িত মানুষের বন্ধু, বাঙালি জাতির জনক, মুক্তিকামী মানুষের মহান

নেতা এবং গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও শান্তি আন্দোলনের পুরোধা। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়।

স্লাইড-৬- প্রিয় হাসু আপার আদরের শেখ রাসেল

ছেলেবেলা

...শেখ রাসেলের ছেলেবেলা ছিল বর্ণময়। জন্মের পর খুব বেশি দিন তিনি বাবার সান্নিধ্য পাননি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে ঢাকায় থাকলেও পরে পাকিস্থানে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। সামান্য কিছুদিনের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই রাসেল কাটিয়েছিলেন তার মা এবং বোনদের কাছে। তার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে। শিশু রাসেলের জীবনের বেশীরভাগ সময় কেটেছে বাবাকে ছাড়াই। কারণ তার বাবা রাজনৈতিক বন্দি হয়ে কারাগারে ছিলেন দীর্ঘদিন। বাবাকে দেখতে না পেয়ে মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে আব্বা বলে সম্বোধন করতেন রাসেল। এই চাপা কষ্ট যেমন অনুভব করতেন ছোট্ট শিশু রাসেল ঠিক তেমনি তার বাবা বঙ্গবন্ধুও। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে তাঁর ভেতরের কষ্টের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের পর থেকেই রাজবন্দি হিসেবে জেলে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কারাগারে দেখা করার সময় রাসেল কিছুতেই তার বাবাকে রেখে আসবে না। এ কারণেই তার মন খারাপ থাকতো। 'কারাগারের রোজনামচা'তে শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো।' কী উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, 'তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।' ও কি বুঝতে চায়! কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে! দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনো বুঝতে শিখেনি। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।

স্লাইড-৭- আমাদের রাসেল সোনা- শেখ হাসিনা

...'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' বইয়ের ২১ পৃষ্ঠায় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার বিষয়ে শেখ হাসিনা লিখেছেন 'আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আর আসতে চাইত না। খুবই কান্নাকাটি করত। ওকে বোঝানো হয়েছিল যে, আব্বার বাসা জেলখানা আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাব। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো, তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাতেন এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন। মাকেই আব্বা বলে ডাকত।'

স্লাইড-৮- দোলনা ও সাইকেল

শেখ রাসেল ছিলেন ভীষণ দুরন্ত। তাঁর দুরন্তপনার সঙ্গী ছিল বাই-সাইকেল। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ছাড়াই সাইকেলে করে স্কুলে যেতেন। পাড়ার আর দশজন সাধারণ ছেলের মত। বিখ্যাত সাংবাদিক এ বি এম মুসা স্মৃতিকথায় রাসেল সম্পর্কে লিখেছেন, 'কদিন বিকেল পাঁচটার দিকে শাঁ করে ৩১ নম্বরের অপ্রশস্ত রাস্তা থেকে ৩২ নম্বরে ঢুকেই আমার সামনে একেবারে পপাতধরণিতল। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সদ্য শৈশবোত্তীর্ণ ছেলেটি।...অতঃপর সাইকেলে উঠে লেকপাড়ে উধাও হলো শৈশবের শেষ প্রান্তের ছোট্ট ছেলেটি। ...বিকেলে লেকের পূর্বপাড়ে এমনি করে চক্কর মারত। মধ্যবর্তী ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পূর্বপ্রান্তের সাদা একটি দালান পর্যন্ত সাইকেলারোহীর দৌড়ানোর সীমানা। ...এদিকে ৩২ নম্বরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্নেহময়ী মা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন দুষ্টু ছেলেটির সাইকেল-পরিক্রমা যেন সীমাবদ্ধ থাকে।' সে দোলনা চড়তে ভালবাসত।

স্লাইড-৯- পোষা কুকুর টমির ডাকে ভয় পেয়ে রেহানার কাছে বিচার দিতো রাসেলঃ শেখ হাসিনা

...ছেলেবেলার দিনগুলো সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তার অধিকাংশই শিশু বয়সের নিষ্পাপ আত্মভোলা কর্মকান্ড। শোনা যায় বঙ্গবন্ধুর বাসায় টমি নামে একটি কুকুর ছিল যার সাথে ছোট্ট রাসেল খেলে বেড়াতো। একদিন খেলার সময় কুকুরটি জোরে ডেকে উঠলে ছোট রাসেলের মনে হয় টমি তাকে বকেছে। শিশু রাসেল তার আপা রেহানার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন। আরো শোনা যায় রাসেলের মাছ ধরার খুব শখ ছিল।

স্লাইড-১০- মাছ ধরা ও একুইরিয়াম

...মাছ ধরে আবার সেই মাছ সে পুকুরেই ছেড়ে দিত। এই ছিল তার মজা। বঙ্গবন্ধুর সাথে জাপান সফরে গিয়েও তিনি মাছের সাথে খেলা করতে লাগল। সে একুইরিয়ামেও মাছের সাথে খেলা করত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হলে রাসেল জয়কে নিয়ে খেলত সারাদিন। তার স্বভাব ছিল অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। আর এই দুরন্তপনার সঙ্গী ছিল একটি বাইসাইকেল। রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ভেঙে সেই বাইসাইকেলকে সঙ্গী করে রোজ স্কুলে যেত রাসেল।

স্লাইড-১১- টুঙ্গিপাড়ার গ্রামের বাড়ি

রাসেলের শৈশব আখ্যান যেন আমাদের সকলের শৈশবের গল্প বলে দেয়। তার শৈশবের গল্প কথাগুলির মধ্যে আমরা যেন বারবার নিজেদেরই খুঁজে পাই। পড়াশোনা, খেলাধুলা, দুরন্তপনা এসব নিয়ে রাসেল আমাদের সকলের কাছেই হয়ে ওঠে শৈশবের এক মূর্ত প্রতিমূর্তি।

স্লাইড-১২- টুঙ্গিপাড়ার গ্রামের বাড়ি নৃশংস হত্যাকান্ড

...১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মাত্র ১১ বছর বয়সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য সসদ্যদের সঙ্গে ঘাতক খুনিদের হাতে হত্যার শিকার হন শেখ রাসেল। পৃথিবীতে যুগে যুগে

রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে কিন্তু এমন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক হত্যাকান্ড কোথাও ঘটেনি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাসেলকে নিয়ে পালানোর সময় ব্যক্তিগত কর্মচারীসহ রাসেলকে আটক করা হয়। আতঙ্কিত হয়ে শিশু রাসেল কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি মায়ের কাছে যাব'। পরবর্তী সময়ে মায়ের লাশ দেখার পর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন 'আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দিন'। "মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় রাসেলকে। ওই ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল- কী কষ্টই না ও পেয়েছিল!!"

স্লাইড-১৩- ব্যক্তিগত কর্মচারী এ এফ এম মফিদুল ইসলাম এর ভাষ্যমতে

... "রাসেল দৌড়ে এসে আমাকে জাপটে ধরে। আমাকে বললো, ভাইয়া আমাকে মারবে না তো? ওর সে কণ্ঠ শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এসেছিল। এক ঘাতক এসে আমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে ভীষণ মারলো। আমাকে মারতে দেখে রাসেল আমাকে ছেড়ে দিল। ও (শেখ রাসেল) কান্নাকাটি করছিল যে 'আমি মায়ের কাছে যাব, আমি মায়ের কাছে যাব'। এক ঘাতক এসে ওকে বললো, 'চল তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি'। বিশ্বাস করতে পারিনি যে ঘাতকরা এতো নির্মমভাবে ছোট্ট সে শিশুটাকেও হত্যা করবে। রাসেলকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং তারপর ব্রাশ ফায়ার।
"কেন কেন কেন আমার রাসেলকে এত কষ্ট দিয়ে কেড়ে নিলো? আমি কি কোনোদিন এই "কেন"র উত্তর পাব?" বঙ্গবন্ধু কন্যার এই আকুতি ভরা কেন'র জবাব কে দিবে? রাসেল স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবের ছেলে এটাই হয়ত ছিল তাঁর একমাত্র এবং সবচেয়ে বড় অপরাধ। এ প্রসঙ্গে শিশু রাসেল-কে নিয়ে লেখা দুই বাংলার বিখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "শিশুরক্ত" কবিতার কয়েকটি চরণ-
তুইতো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়সেতে ছিলি!
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচি হলো
শিশুরক্তপানে তার গ্লানি নেই?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে!
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই।

স্লাইড-১৪- পিতার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শেখ রাসেলঃ তিনি যেন তৈরি হচ্ছিলেন পিতার আদর্শে

...শিশু শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন ঘাতকদের নির্মম বুলেট তাঁর জীবন কেড়ে নেয়। বেঁচে থাকলে আজ শেখ রাসেলের বয়স হত ৫৭। তিনিও বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই যুক্ত হতেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে। ভিশন ২০২১, ২০৩০, ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয় এখন যেমন দেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনি বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে নিজেকে দেশের জন্য

নিয়োজিত রাখতেন। তিনি নিশ্চয়ই জাতির পিতার মতো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কান্ডারি হতেন। কিংবা হতে পারতেন বার্ট্রান্ড রাসেলের মতই স্বমহিমায় উজ্জ্বল বিশ্বমানবতার প্রতীক।

স্লাইড-১৫- এভাবেই যেন তৈরি হচ্ছিল শিশু শেখ রাসেল

শিশু রাসেল-কে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্যতম অপরাধ করেছে। এ ধরনের নিষ্ঠুর "মার্সি কিলিং" শুধু রাসেলের জীবনকেই কেড়ে নেয়নি, সে সাথে ধ্বংস করেছে তাঁর সকল অবিকশিত সম্ভাবনা।

শেখ রাসেলের স্মৃতি সংরক্ষণে নানা উদ্যোগ

স্লাইড-১৬- শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র

শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ – ১৯৮৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্লাইড-১৭- শেখ রাসেল আইসিটি ল্যাব

স্লাইড-১৮- শেখ রাসেলকে নিয়ে ফিল্ম "শেখ রাসেলের আর্তনাদ"

স্লাইড-১৯- শেখ রাসেলকে নিয়ে স্মারকগ্রন্থ "স্মৃতির পাতায় শেখ রাসেল"

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল

এবং শেখ রাসেলের জন্মদিবসকে শেখ রাসেল দিবস হিসবে পালন করা ইত্যাদি

স্লাইড-২০- পিতার আলিঙ্গনে রাসেল

উপসংহার:

শেখ রাসেল বাঙালি জাতির কাছে এক যুগোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতি তার মধ্যে খুঁজে পায় রূপকথার মতো নিজেদের ছেলেবেলাকে। শেখ রাসেলের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে আপামর বাঙালির শৈশব। অন্যদিকে তার নির্মম মৃত্যুর কাহিনী বারবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের করুন ইতিহাসের কথা।

স্লাইড-২১- শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস

ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি। এজন্য যে, ইতিহাস আমাদেরকে বরাবরই ভুলভাবে শেখানো হয়েছে। কখনো রাজনীতি,কখনো ধর্মীয় ইস্যুতে আমাদের ইতিহাসকে উপস্থাপন করা হয়েছে ভীন্নভাবে। রাজনীতির কঠিন অবস্থান থেকে সামাজিক শিক্ষা আমরা নিতে পারিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকেও আমরা ধুলিসাৎকরে ফেলেছি ৭৫ এর কলঙ্কিত অধ্যায়ের মাধ্যমে। জাতির পিতার দেশপ্রেমের জবাব তিনি পেয়েছেন তার পুরো পরিবারের রক্তের বিনিময়ে। এমনকি তার ১১ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেলও রক্ষা পান

নি।এ যেন সামন্তপ্রথাকেও হার মানায়। আগেবেলার রাজাকে নির্বংশ করার মতনই ৭৫ এর ১৫ আগস্ট পিতা মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে রেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। শেখ রাসেলের জন্মদিবসে আজ আমরা শপথ নিতে চাই- শিশুত্বকে অনির্বান শিখায় প্রোজ্জ্বল করে সোনার বাঙলার সোনার মানুষে পরিণত করবই। অসাম্প্রদায়িক এ বাংলাকে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই তৈরি করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের বাংলাকে বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্লাইড-২১ শেখ রাসেল- আমাদের অনুভূতি
স্লাইড-২১ সবাইকে ধন্যবাদ

সুমন হাবীব
সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ
mhisumon@gmail.com